এই প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে স্বাগতম, প্রশ্ন 307, "আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উদাহরণ।" এই পাঠ্য অংশটি অধ্যাপক অনিল কুমারের বই "সত্যোপনিষদ, খণ্ড। 1", পৃষ্ঠা 13-18।

স্বামী, আমরা রাজা দশরথের কথা শুনেছি, যাকে বলা হয় 'পুত্রকামেষ্ঠী', ইত্যাদি। রাজা জনক সম্পর্কে কিছু বলুন।

ভগবান: জনক ছিলেন একজন রাজযোগী, একজন মহান প্রজ্ঞার অধিকারী, সম্পূর্ণরূপে দেহের ইন্দ্রিয় বর্জিত। তাই তিনি বিদেহ নামে পরিচিত হন, দেহের প্রতি আসক্তিহীন। সেই রাজার কন্যা হিসেবে সীতা বৈদেহী নামে পরিচিত হন। জনক একজন আদর্শ রাজা ছিলেন, যিনি গুরুর প্রতি অগাধ ভক্তি, শাস্ত্রের ব্যাপক জ্ঞান এবং ত্যাগের চেতনার অধিকারী ছিলেন। তিনি সীতার বিবাহ তাঁর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হিসাবে পালন করেছিলেন। পরে রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে চলে যান। যদিও বনে তাদের অবস্থান কয়েক বছর ধরে প্রসারিত হয়েছিল, জনক কখনও বনে পা রাখেননি। এমনই ছিল জনক-এর জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অঢেল সম্পদ।

স্বামী, আমরা শুনেছি আদি শঙ্কর অল্প বয়সে মারা গেছেন। কারণ কি হতে পারে?

ভগবান: এটা সত্য যে অদ্বৈত মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, অদ্বৈতবাদ, অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র গ্রন্থের ভাষ্য লিখেছেন যা প্রস্থানত্রয় নামে পরিচিত। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদগীতা। জ্ঞানের উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি, তিনি ভক্তির উপর প্রচুর সংখ্যক স্তোত্র রচনা করেছিলেন। তিনি সারা দেশে ভ্রমণ করেন এবং পীঠ, উপাসনা কেন্দ্র এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই ভূখণ্ডের প্রাচীন, নিরবচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, সনাতন ধর্মের প্রতীক।

আদি শঙ্কর প্রাচীন তীর্থস্থান কাশীতে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি প্রধান দেবতা বিশ্বনাথের কাছে তাঁর তিনটি ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা চেয়েছিলেন। প্রথম ভুলটি হলো তার আচরণের বিপরীত, তিনি সব সময় বলেন বাসুদেবস: সর্বমিতি, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু তিনি কাশীতে এলেন ভগবানকে দেখতে। দ্বিতীয় ভুলটি হল যে ঈশ্বর আমাদের বোধগম্যতা ও বর্ণনার বাইরে, "যতো ভাচ নিবার্তান্ত এ", *"yato vaco nivartant e"*, এটি জেনেও তিনি দেবত্বের উপর বই লেখার চেষ্টা করেছিলেন। তৃতীয় ভুল এই যে, এক ঈশ্বর নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন, "একোহম বহু শ্যাম", *"ekoham bahu syam,"* এবং সেই একই ঈশ্বর সকলের মধ্যে বিরাজমান, আত্মবৎ সর্ব ভূতানি এবং সেই সচেতনতা সকলের মধ্যে আছে, প্রজ্ঞানাম ব্রহ্ম, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর থেকে আলাদা মনে করে মঠ, শিক্ষার কেন্দ্রগুলি সংগঠিত করেছিলেন

আপনি হয়তো তার জীবনের সাথে যুক্ত আরেকটি পর্বও শুনেছেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী হওয়ার অনুমতির জন্য তার মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রথমে প্রস্তাবটি

গ্রহণ করেননি। একদিন শঙ্কর পাশের এক নদীতে স্নান করতে গেলেন। হঠাৎ একটি কুমির তার পা ধরে ফেলে। তারপর কাঁদতে লাগলেন, "মা! মা! এই কুমির আমাকে জলেতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি আমাকে সন্ন্যাসী হওয়ার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে যাবে না!" শেষ পর্যন্ত তার মা তাকে অনুমতি দেন এবং কুমির শঙ্করকে ছেড়ে দেয়।

পর্বের অভ্যন্তরীণ অর্থ হল নদীটি সংসার, পার্থিব জীবন এবং কুমির, বিষয় আশয় ও ইন্দ্রিয়সুখের সাথে তুলনীয়। মানুষকে পার্থিব সুখের মধ্যে কুমির টেনে নিয়ে যায় জীবনের নদীতে। মুক্তি হল ত্যাগ বা বিচ্ছিন্নতা

শঙ্কর নিজের জন্য নির্ধারিত কাজগুলি শেষ করার পরেই নশ্বর কুণ্ডলীটি এলোমেলো করে দেন কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর লক্ষ্য তাঁর শিষ্যরা, তাঁর দর্শনের মশালবাহকদের দ্বারা আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং তাঁর অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব, অদ্বৈতবাদ হবে। ব্যাপকভাবে প্রসারিত এবং প্রচারিত। তাঁর শিষ্যরাও উচ্চ মর্যাদার এবং বিশিষ্ট ছিলেন tai tara তাঁর মিশন সফলভাবে চালিয়ে নিতে পেরেছেন।

তৃতীয় প্রশ্ন ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবার উদ্দেশ্যে, ত্যাগরাজ, রাম ভক্ত হিসাবে সুপরিচিত, কৃত তিস (কৃত্তিস) (প্রভুর প্রশংসায় স্তব) রচনা করেছিলেন যা আজও গাওয়া হয়। তাদের বৈশিষ্ঠতা কি?

ভগবান: সারা বিশ্বে ভক্তদের অনেক নাম রয়েছে যারা ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন। ঈশ্বরও তাদের উত্তর দিয়েছেন। সেই গানগুলি আপনাকে আনন্দিত এবং মহৎ করে তোলে। তবে ত্যাগরাজের স্তোত্রগুলির একটি বিশেষত্ব রয়েছে। তার প্রতিটি গানই তার জীবনের কোনো না কোনো ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

উদাহরণস্বরূপ, যখন তাঞ্জোরের রাজা তাকে গহনা, বিধান এবং দামী উপহার পাঠিয়েছিলেন, তখন ত্যাগরাজ মৃদু ও বিনয়ের সাথে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং একটি ক্রটি আকারে নিজের কাছে একটি প্রশ্ন রেখেছিলেন, "নিধি চালা সুখমা রামুনি সন্নিধি সেবা সুখমা?" *"Nidhi cala sukhama ramuni sannidhi seva sukhama?"* টাকা কি আপনাকে খুশি করে না ঈশ্বরের নৈকট্য?

একবার তার ভাই ত্যাগরাজের পূজা করা সমস্ত মূর্তি কাবেরী নদীতে ফেলে দেন। ত্যাগরাজ এই ক্ষতির জন্য কাঁদলেন। একদিন যখন তিনি কাবেরীতে স্নান করছিলেন, তখন তিনি রামের কৃপায় সেই হারিয়ে যাওয়া মূর্তিগুলিকে পেয়েছিলেন এবং সেগুলিকে নিজের হাতের তালুতে ধরে রেখেছিলেন, তিনি গান গাইতে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন, 'রারা মা ইন্ত আই ডাক রঘুবীর সুকুমার:' "Lord Rama! Please come home."
"ভগবান রাম! দয়া করে বাসায় আসুন।"
এভাবে ত্যাগরাজের রচিত প্রতিটি গানই কোনো না কোনো বাস্তব জীবনের উপলক্ষ বা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। ত্যাগরাজের স্তোত্রগুলি ব্যবহারিক ভক্তি এবং আত্মসমর্পণকে প্রতিফলিত করে।

ঈশ্বর গুণহীন। তিনি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণের ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমরা এই তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ। তাহলে আমরা কিভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারি?

ভগবান: ঈশ্বরের দুটি দিক আছে। তিনি গুণাবলী সহ আছেন এবং ঈশ্বর এইসব গুণাবলীর সীমার বাইরেও বিরাজ করেনআপনার প্রধানত একটি জিনিস জানা উচিত। ঈশ্বর সকলের গুণাবলীr মধ্যে আছে. কিন্তু, গুণাবলী তাঁর মধ্যে নেই। এইসব বৈশিষ্ট্যতা বা গুণাবলী দেবত্ব ছাড়া প্রকাশিত হয়না। গয়না সোনা দিয়ে তৈরী কিন্তু সোনাতে কোনো গয়না নেই। পাত্রগুলি মাটির তৈরি, মাটিতে পাত্র পাওয়া যায়না; রৌপ্যপাত্র, কাচ বা প্লেটের মতো, রূপার তৈরি। কিন্তু, গ্লাস এবং প্লেট রুপোর মধ্যে নেই।

অনুরূপভাবে, গুণাবলীতে ঈশ্বর বিরাজমান। এবং এক i ভাবে আমরা বলতে পারি যে তাঁর গুণাবলী রয়েছে এবং একই সাথে তিনি গুণহীন, সগুণ ও নির্গুণ।

প্রত্যেক মানুষের তিনটি গুণ আছে, সত্ত্ব রজ: ও তম:। কিন্তু যেটি অন্য দুটিকে প্রাধান্য দেয় সে i তার চিন্তাভাবনা এবং কর্মের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই তিনটি গুণকে অতিক্রম না করলে আমরা প্রকৃত অর্থে দেবত্ব অনুভব করতে পারি না।

সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ. আমরা পরের সপ্তাহে একইভাবে চলতে থাকব।

জয় সাই রাম!